dwi`i tiRv mvMi

ময়মনসিংহের ময়না

প্রথম মনে হলো, আক্রোশে অন্ধ হয়ে একটা দৈত্য মাথা তুলছে। প্রতি মুহূর্তে দৈত্যটা উপরে উঠছে। কাকে যেন তাড়া দিচ্ছে। খুব ক্লোজআপে শটটা ছিল। একটু লং শটে যেতেই দেখা গেল, দৈত্যটা ছুটছে একজন মানুষের পেছনে। ডুবুরির পোশাক পরা মানুষটার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু দৈত্যতা মোটেই দৈত্য নয়। একটা হাঙর। হাঙরের মুখটাকে এমন বড় ক্লোজআপে ধরা হয়েছিল যাতে মনে হচ্ছিল, একটা দৈত্য একজন মানুষকে তাড়া করে ফিরছে। একটা পর্যায়ে মানুষটা বুঝতে পারল, হাঙরের হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই সে সশব্দে ঘুরে দাঁড়ালো। কিছু একটা করতে হবে।

মানুষ আসলে এমনই। সবকিছু মোকাবেলা করতে হয় তাকে। যে পানিতে হাঙরের রাজত্ব, সেই পানি থেকেই মানুষ হাঙর ধরছে। রেস্টুরেন্টে বসে শার্ক ফিনের স্যুপ খাচ্ছে। হাঙর আর মানুষের এই দৃশ্যটা দেখছিলাম টেলিভিশনে বসে। রিমোট দিয়ে টেলিভিশনটা বন্ধ করলাম। কারণ শার্ক ফিন স্যুপের কথা মনে পড়ায় হঠাৎ করেই মনে হলো, মানুষ স্যুপ খায় বাটিতে। কিন্তু চা বা কফি যেন কাপে খায়। আবার স্যুপ খায় চামচ দিয়ে, চা খায় চুমুক দিয়ে। আজকাল যে হারে নানা রকম ব্যাপার নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা হচ্ছে টেলিভিশনে আজকাল যত ধরনের বিষয় নিয়ে টক শো হচ্ছে তাতে এই বিষয়টা আসতে পারে।

এমনি সময় হঠাৎ করে পাশের ঘর থেকে মায়ের চড়া গলার আওয়াজ পেলাম। আবার কি নিয়ে রাগ করলো? আমি ঘরের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দ্রুতবেগে ঘরে প্রবেশ করল কাজের ছেলেটা।

: আমাকে বাঁচান ভাইজান-

কি ব্যাপার! মা হঠাৎ আবুলের ওপর এতো ক্ষেপল কেন? কিন্তু কথা শুনে বুঝতে পারলাম, আবুলের ওপরে মা ঠিকই রাগ করেছেন। মা আবুলকে পাঠিয়েছিলেন বাজার করতে। মাছের বদলে আবুল যে জিনিস কিনে এনেছে তাতে মায়ের রাগ না করে উপায় ছিল না। আবুল গিয়েছিল চিংড়ি মাছ কিনতে। মাছ বিক্রেতা আবুলকে যে জিনিস গছিয়ে দিয়েছে সেটা তো চিংড়ি মাছ নয়ই সেটা সমুদ্রের এক ভয়ঙ্কর প্রাণী। কিন্তু আজকাল এই চিংড়ি ঢাকার অনেক রেস্টুরেন্টেই পাওয়া যাচ্ছে। আবুল বাজার থেকে নিয়ে এসেছে দুটো অক্টোপাস। অক্টোপাসের শুঁড়গুলো দেখতেই কেমন লাগছে! শুঁড়ের মাঝখানে সবুজ রঙের শরীর। শুনেছি, পানিতে যখন এই প্রাণীটা থাকে তখন সে গায়ের রঙও পাল্টাতে পারে। জেমস বন্ডের একটা ছবিতে দেখেছিলাম, একটা অক্টোপাস কিভাবে বন্ডকে আঁকড়ে ধরেছিল। সেই ভয়ঙ্কর অক্টোপাস কি অসহায়ভাবে এখন আবুলের হাতের বাটিতে আটকে আছে। আর আবুল অবশ্য ঐ অক্টোপাসের চেয়ে অসহায়ভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, মা কখন ঘরে ঢুকবেন।

আবুলকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন অক্টোপাস কিনতে গেলে।

বলল,

মাছঅলা বলেছে, এটাও খেতে চিংড়ি মাছের মতো। কিন্তু দাম কম।

আবুলকে বললাম,

এখনই মাছঅলার কাছে যেতে এবং এর বদলে চিংড়ি মাছ আনতে।

আবুল বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, টেলিভিশনে দেখছিলাম হাঙর আর বাস্তবে সামনে এলো অক্টোপাস। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সমুদ্রের এই রহস্যময় প্রাণীটি না সৃষ্টি করতে পারল কোনো রহস্য না সৃষ্টি করতে পারল কোনো উত্তেজনা। সামনের টেবিলের ওপরে থাকা এবারের সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকাটা উল্টালাম। বিলাসবহুল ট্রেনের ওপর একটা লেখা বেরিয়েছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন যখন এদেশে প্রথম দেখা যায়, তখন জিটিভিতে প্রায়ই একটা বিজ্ঞাপন দেখাত। সেখানেই প্রথম দেখি ট্রেন যাত্রা কি রকম রাজকীয় হতে পারে। ট্রেনের কামরায় রাজকীয় বিছানা, রাজকীয় খাবার-দাবার, সব রকম সুবিধাসহ টয়লেট সব

মিলিয়ে ট্রেনের সাধারণ কোনো কামরা নয় বরং বলা যেতে পারে ছুটন্ত পাঁচ তারকা হোটেলের একটা। ইউরোপে এই বিলাসবহুল ট্রেন জার্নি এখন খুবই জনপ্রিয়। ট্রেনের সুযোগ- সুবিধা প্রচুর যাত্রীকে নানাভাবে আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, এই সব ট্রেনের ভাড়া বিমানের চেয়েও কোনো কোনো জায়গায় বেশি। সুইজারল্যান্ডে একটা ট্রেন রয়েছে যে ট্রেনটি আল্পস পর্বতমালা দেখানোর জন্য যাত্রী বহন করে। পাহাড়ি রাস্তায় সেই ট্রেনটি যখন আঁকাবাঁক রেল লাইন ধরে চলতে তাকে তখন মনে হয় পাহাড়ি রাস্তায় চলছে বিশাল এক অজগর। আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার সেদিন টেলিভিশনে দেখেছিলাম রাশিয়া থেকে পাশের এক দেশে সবার সময় ট্রেনটি যখন সীমান্ত অতিক্রম করছে তখন ট্রেনের চাকাগুলো আমার ধারণা ছিল, দার্জিলিং-এ যে একটা ট্রেন রয়েছে সেই ট্রেন পৃথিবীর সবচেয়ে কম ধীরগতির ট্রেন। যে কারণে এই ট্রেনে কেউ এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় যেতে গাড়ি ব্যবহার করে। কিন্তু ২০০০ পড়ে জানলাম, সুইজারল্যান্ডের এই তিনটি দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের চেয়েও ধীরগতিতে চলে। আল্পাইন পর্বতমালা দেখার এই যাত্রায় ট্রেনটি পার হয় ১৯৩টি ব্রিজ এবং ৯১টা টানেল। কিন্তু ধীরগতির এই ট্রেনের সবচেয়ে বড় অবশিষ্ট হলো এর জানালাগুলো। ট্রেনটির জানালায় দু'তিন রকমের গ্লাস লাগানো রয়েছে। সুইচ টিপে যে কোনো গ্লাস যাত্রী তার পছন্দ মতো জানালায় সেট করে নিতে পারে। এই কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ রয়েছে যা আর দশটা সাধারণ ট্রেনের মতোই। কিন্তু দ্বিতীয় গ্লাসটি হলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস। ফলে দূরের দৃশ্যগুলো একদমই কাছের এবং বড় করে দেখা যায়। আর এই ট্রেনের তৃতীয় গ্লাসটি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং।

এই গ্লাসটি যদি কেউ সুইচ টিপে জানালায় সেট করে তবে সে দেখতে পাবে আল্পসদের প্যানরোসিক ভিউ। যা দেখে তার মনে হবে সে একটা সিনেমাস্কোপ পর্দায় আল্পাইন পর্বতমালার অপরূপ দৃশ্য দেখছে। সারা পৃথিবীতে যখন গতির জন্য যুদ্ধ হচ্ছে, জাপানে বুলেট ট্রেনের মতো ট্রেন কিভাবে আবিষ্কার করা যায় সেই চিন্তা করছেন বিজ্ঞানীরা। তখন মানুষ সৌন্দর্য দর্শনের জন্য গতি...

মালয়েশিয়ার এয়ারপোর্টে ছ'মাস আগেও ছিল শহরে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রেন শহরে নিয়ে যেত মাত্র ১৬ মিনিটে। ইদানীং তা হয়েছে ১২ মিনিটে। গতির এই লড়াইয়ে সুইজারল্যান্ডের মতো দেশ তার ধীরগতি ট্রেনটা ধরে রেখেছে ১৯৩০ সাল থেকে। একটাই কারণে যাতে- ট্রেনে বসে মনে হয় একজন পর্যটক হেঁটে হেঁটেও সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

সৌন্দর্যের কথা মনে হতেই আবার অক্টোপাসের কথা মনে হলো। ঢাকা শহরে আবুলের বাটিতে উল্টো হয়ে পড়া থাকা অক্টোপাসের থাকার কথা অপূর্ব সুন্দর প্রবালের জগতে। একটু আগে টেলিভিশনের পর্দায় যে হাঙরটাকে ছুটে যেতে দেখেছি- অক্টোপাসটাও হয়তো সেরকম ছুটে বেড়াতো প্রবালের ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে। প্রবালের গায়ে গাঢ় শ্যাওলা রঙগুলো এসে লাগতো অকেটোপাশের গায়ে। আর ওপর থেকে সূর্যের আলো পানির নিচে অক্টোপাসের গায়ে ফেলতো নানা রকম আলো। আলো-ছায়ার সেই খেলা থেকে অক্টোপাস এখন কোথায়?

পত্রিকায় দেখছিলাম বিলাসী ট্রেনের ছবি। সঙ্গে পড়েও ফেলেছিলাম কিছুটা লেখা। ভ্রমণের জন্য মানুষ কতো কিছু করে? এক ইঞ্জিনিয়ার প্লেন নিয়ে বের হয় পৃথিবী ঘুরতে কিংবা ইঞ্জিন ছাড়া ডিঙি নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিতে। কিন্তু এই ভাবনায় একবারো আমার মনে হয়নি আর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এই রকম একটা ভ্রমণে বের হতে হবে আমাকে আর ছোটকাকুকে।

॥ দুই ॥

দুপুরের খাবার সময় ভেবেছিলাম আবুল